॥ নিবেদন ॥

নাটক এবং সংগীত বিষয়ে আমার আগ্রহ দীর্ঘকালের। নাটক নিয়ে পড়াশোনা করা, নাট্যবিষয়ক আলোচনা-চক্রে যোগদান করা এবং নাট্যাভিনয়ে অংশগ্রহণ করা যেমন আমার কাছে প্রধান আকর্ষণের বিষয়, - গীতরচনা এবং সাংগীতিক অনুষ্ঠানে জড়িত থাকাটাও তেমনি আমি এক আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা বলে মনে করি, আজও। স্নাতকোত্তর পরীক্ষার পর এই বিষয়ে কাজকর্মের কথা আমি চিন্তা করেছি, বিশেষত নাটকে সংগীত-ব্যবহারের তাৎপর্য ও তার ক্রম-বিবর্তন সম্পর্কে। কিন্তু অনিবার্য কারণে তার উপযুক্ত অবকাশ ও সুযোগ সেই সময়ে ঘটে নি এবং গবেষণা-কর্মের পরিকল্পনাটিও সময়ের দূরত্বে ধূসর হয়ে যেতে থাকে। অবশেষে কর্মসূত্রে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাবিদ্যালয়ে উপস্থিত হবার পরই নতুন উদ্যোগে এই বিষয়ে অগ্রসর হবার সুযোগ পাওয়া গেল।

নাট্যসংগীতের বিবর্তন-রহস্যটি রীতিমত আকর্ষণীয় বলেই আমার মনে হয়েছে। উদ্ভব-লগ্নে নাটক সংগীতমুখ্য ছিল না বলে, বলা উচিত, তা ছিল প্রকৃত অর্থেই সংগীতসম্ভব। পরে নাটক যত এগিয়েছে, সংগীতের আর্দ্রভূমি ত্যাগ করে তা সংলাপের স্থলভূমিতে তত নিবিড় আশ্রয় সন্ধান করেছে। সংগীতের ওপর সংলাপের এই বিজয়-অভিযান অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক।

নাটক যে সংগীতসম্ভব শিল্পকলা, গ্রীক ও সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব সেই ঐতিহাসিক সত্যের সাক্ষ্য দেবে। বাংলা নাটক প্রধানত সংস্কৃত ও ইংরেজী নাটকের ঐতিহ্যানুসরণ করেই তার যাত্রা শুরু করেছে। সংগীতপ্রাণ বাঙালী নাট্যকার নাটকের শ্রেণী নির্বিশেষে, নাটককে সংগীতসমৃদ্ধ ও সংগীতরসে সিক্ত করে তুলেছেন। উদ্ভব-পর্বের নাটকে সংগীতের যে প্রাধান্য ছিল তা অবশ্য পরবর্তীকালে বজায় থাকেনি, সংলাপ তার প্রতিযোগী হয়ে উঠেছে। সংগীতের প্রাধান্য কমেছে সংলাপের গুরুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। তবে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা নাটকে সংগীতের অন্তত একটা সম্মানজনক অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে, বিশেষ করে গণনাট্য-সংঘের সৎনাট্য বা নবনাট্য-আন্দোলনের সময়, সংগীতের সেই সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সংগীত এখন নাটক থেকে প্রায় নির্বাসিত, তবু বিক্ষিপ্ত প্রয়াস হিসাবে

নাটকে সংগীত-প্রয়োগের চেষ্টা যে আজও চলছে না একথা বলা যাবে না। আধুনিক কালেও কোন-কোন নাটকে সংগীতের চকিত উদ্ভাস আমাদের সচকিত করে তোলে।

নাটকে সংগীতের এই বিবর্তনই আমার অনুসন্ধেয় বিষয়। এই কারণে আমার আলোচনাকে নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করতে হয়েছে। এছাড়াও, নাটকের উৎস আলোচনার জন্য 'কথামুখ' নামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় আমাকে সংযোজিত করতে হয়েছে। বাংলা নাটকের সার্থক প্রবর্তনার পূর্বে 'মধ্যযুগের নাট্যচেষ্টা' নামে তা আলোচিত হয়েছে প্রথম অধ্যায়ে। বাংলা মৌলিক নাটকের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে। মধ্যযুগের নাট্যচেষ্টা ও এই সময়কালের মধ্যবর্তী নাট্যচর্চা প্রধানত অনুবাদের পথই অনুসরণ করেছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরিচিতি তাই 'অনূদিত নাটক' নামে। 'হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম', মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে' - গিরিশচন্দ্রের এই মন্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণিত হতে পারে বিশেষত পৌরাণিক নাটকের আলোচনাতেই। তাই গিরিশচন্দ্র এবং তাঁর অব্যবহিত পূর্বাপর নাট্যচেষ্টায় সংগীতের ভূমিকা উন্মোচনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি 'পৌরাণিক নাটক' শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে। স্বাধীনতাকামী দেশবাসীকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করবার যে মহামন্ত্র স্মরণে রেখে ঐতিহাসিক নাটকের জন্ম, সংগীত সেই মহৎ উদ্দেশ্যের কতটা পরিপোষণা করতে পেরেছে - Nationalist Constructive - এর ভূমিকা সংগীতের সাহচর্যে কতটা অব্যর্থ হতে পেরেছে, চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচনা সেই 'ঐতিহাসিক নাটক' নিয়েই। সামাজিক সমস্যা-প্রধান নাটকের সীমিত সুযোগেও সংগীত যে উপেক্ষিত থাকেনি, সেই বক্তব্যই বিশদ করতে চেয়েছি 'সামাজিক নাটক' নামাঙ্কিত পঞ্চম অধ্যায়ে। বাংলা প্রহসনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অব্যর্থ করে তুলতে সংগীতের যে ভূমিকা, তাই উপস্থাপিত হয়েছে 'প্রহসন' নামে এই নিবন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ে। 'গীত' ও 'অভিনয়ে'র সমন্বয়ে গীতাভিনয়ের অবয়ব গঠিত হলেও, সংগীতের ভূমিকা যে এতে মুখ্য তাই পরিস্ফুট করতে পরবর্তী 'গীতাভিনয়' অধ্যায়ের সংযোজন - যেটি সপ্তম অধ্যায়রূপে চিহ্নিত। বাংলা সাহিত্যের যে-কোন ধারাই রবীন্দ্রস্পর্শে সমুজ্জ্বল, আমার পরবর্তী আলোচনা তাই রবীন্দ্রনাট্য নিয়ে। প্রকৃতপক্ষে সংলাপ ও নাট্যসংগীতের যুগল-সম্মিলনে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি বাংলা

নাট্যসাহিত্যের এক বিশিষ্ট সম্পদরূপে পরিগণিত। রবীন্দ্রনাথের গান তাঁর নাটকের প্রাণ, হর-গৌরী সম্বন্ধে নাটকে তা প্রতিষ্ঠিত - এদের বিচ্ছেদ অকল্পনীয়। এরই বিস্তারিত আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট করেছি অষ্টম অধ্যায়কে - 'রবীন্দ্রনাট্যে সংগীত' এই শিরোনামে। অভ্যুদয়-মুহূর্ত থেকে সংগীতের যে একাধিপত্য নিয়ে বাংলা নাটক তার যাত্রা শুরু করেছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে গণনাট্য ও অন্যান্য সংস্থার নাট্য-প্রযোজনায় তার গতি প্রতিহত হয়েছে। সংগীতের ওপর সংলাপের জয়বিজয়ের বিবর্তনে এই পর্বে সংগীত করুণ আত্মসমর্পণ করেছে সংলাপের কাছে। তবুও সংগীতকে নাটক থেকে সমূলে নির্বাসিত করা যায় নি, কোন দিন করা যাবে কিনা, সেই সম্ভাব্যতার বিশ্লেষণই করেছি নবম বা শেষ অধ্যায়ে।

আমার এই নিবন্ধে বানান সম্পর্কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় xxxxx xxxx বানান-সংস্কার কমিটির নির্দেশই মেনে নিয়েছি। উচ্চারণ-ভিত্তিক বানান ব্যবহারের চেষ্টা বিশেষ করি নি, অবশ্য অতিপ্রয়োগে যে বানান প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে সেগুলি ছাড়া। তবে, নাট্যকারদের ব্যবহৃত বানানকে সংগত কারণেই অপরিবর্তিত রাখতে হয়েছে, অবশ্যই উদ্ধৃতি-চিহ্নের আবরণে।

এই দুরূহ কাজে ব্রতী হতে পেরে প্রথমেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই আমার গবেষণা-কর্মের নির্দেশক, শ্রদ্ধেয় ড. হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে, যাঁর নির্দেশ ও আনুকূল্যে এই কাজ আমি সমাপ্ত করতে পেরেছি। এই সুযোগে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. অশ্রুকুমার শিকদার মহাশয়কেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁর সহৃদয়তার জন্যই এই গবেষণা-কর্মের অনুমতি পেতে আমার কোন অসুবিধা হয়নি। একই কারণে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য-দেরও জানাই আমার বিনম্র কৃতজ্ঞতা।

কলকাতা থেকে অনেক দূরে এই প্রত্যন্ত প্রদেশে বসে এই ধরণের কাজ করা খুবই দুরূহ। তবে তা অনেকটাই সুসহ করে দিয়েছেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীদীপেন চন্দ। তিনি সবসময়েই সঠিক গ্রন্থটি আমার হাতে তুলে দিয়ে বন্ধুত্বের অপরিশোধ্য ঋণে আমাকে আবদ্ধ করেছেন। ওই গ্রন্থাগারের অন্যান্য কর্মীদের কাছেও আমি ঋণী। কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারের বন্ধুবর শ্রীঅশ্বিনীকুমার মণ্ডল ও অন্যান্যদের কথা x এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। উত্তরবঙ্গ

[illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, দিনহাটা মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার এবং অন্যান্য গ্রন্থাগারের কর্মীদের সহায়তার কথা ভোলা যায় না, তাঁদের কাছেও আমি ঋণী ।

স্বল্পসময়ে যে আন্তরিকতার সঙ্গে বাংলা টাইপের কাজটি শ্রীউৎপলকুমার ধর করে দিয়েছেন, তা আমার প্রতি তাঁর বন্ধুপ্রীতিরই পরিচায়ক । দক্ষ হাতের টাইপ হলেও কোন-কোন ক্ষেত্রে কিছু ভুল এড়ানো যায় নি । গুরুতর ত্রুটিগুলি যথাসাধ্য সংশোধনের চেষ্টা করা হয়েছে ।

পরিশেষে, অন্যান্য যেসব দিকপাল গবেষক, সমালোচক প্রভৃতি ব্যক্তির ঋণের কথা সবিশেষ উল্লেখ করতে পারলাম না, তাঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি । ইতি -

বিনীত,

সুবোধচন্দ্র তালুকদার

(শ্রীসুবোধচন্দ্র তালুকদার)